তারিখ ... 23 AUG 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... 2 ...

কালের কণ্ঠ

৫২% স্কুলের শিক্ষকই সৃজনশীল বোঝেন না

শরীফুল আলম সুমন ▷

গড়ে দেশের ৫২.০৫ শতাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষক এখনো সৃজনশীল অংশ বোঝেন না বলে উঠে এসেছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরের একাডেমিক পরিদর্শন প্রতিবেদনে। এর মধ্যে ৩০.৮৯ শতাংশ শিক্ষক অন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সহায়তায় প্রশ্ন তৈরি করেন। আর সমিতি থেকে প্রশ্ন সংগ্রহ করেন ২১.১৭ শতাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

গত মে মাসে ১৮ হাজার ৫৯৮টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ছয় হাজার ৬৭৬টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করার ভিত্তিতে মাউশি অধিদপ্তর এই প্রতিবেদন তৈরি করেছে।

এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সৃজনশীল ক্ষেত্রে সবচেয়ে পিছিয়ে আছেন বরিশাল অঞ্চলের শিক্ষক। ওই অঞ্চলের ৭৯.২৪ শতাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষকই নিজেরা সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরি করতে পারেন না। তবে সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরির ক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে আছে কুমিল্লা অঞ্চল; যার ৭২.৯২ শতাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষক এ প্রশ্ন তৈরি করতে পারেন।

শিক্ষাবিদরা এত দিন শিক্ষকদের ঠিকমতো সৃজনশীল অংশ না বোঝা এবং শিক্ষার্থীদেরও ঠিকমতো বোঝাতে না পারার যে অভিযোগ করে আসছেন তারই প্রমাণ পাওয়া গেলে মাউশি অধিদপ্তরের প্রতিবেদনেও।

এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঢাকা বিভাগের ৫২.৫১ শতাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিজেরা সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরি করতে পারেন না। আর এই হার ময়মনসিংহ বিভাগে ৭৬.৫৫ শতাংশ, সিলেটে ২৮.১৪, চট্টগ্রামে ৫০.৯৪, রংপুরে ৫০.৫২, রাজশাহীতে ৪৬.৫৬, খুলনায় ৩৫.১২, বরিশালে ৭৯.২৪ এবং কুমিল্লায় ২৭.১৮ শতাংশ।

পারফরম্যান্স বেইজড ম্যানেজমেন্টের (পিবিএম) ওপর ভিত্তি করে বিদ্যালয়গুলো পাঁচটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে। পিবিএমের সাতটি নির্দেশক হলো শিক্ষন-শিখন পরিবেশ, প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্ব, ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যকারিতা, শিক্ষকের পেশাদারি, শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব, সহশিক্ষা কার্যক্রম এবং শিক্ষক ও অভিভাবকদের সম্পর্ক।

মাউশির পরিদর্শন প্রতিবেদন

মূল্যায়নে দেখা গেছে, ছয় হাজার ৬৭৬টি বিদ্যালয়ের মধ্যে 'এ' ক্যাটাগরিতে রয়েছে মাত্র ৩৫০টি। 'বি' ক্যাটাগরিতে তিন হাজার ৩৭১টি বিদ্যালয়, 'সি' ক্যাটাগরিতে এক হাজার ৮৪৭টি, 'ডি' ক্যাটাগরিতে ১২১টি এবং 'ই' ক্যাটাগরিতে রয়েছে একটি বিদ্যালয়।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, পরিদর্শনের আওতাভুক্ত ছয় হাজার ৬৭৬টি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের সংখ্যা ৮৪ হাজার ৭২৩ জন। এর মধ্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা ১৯ হাজার ৬৪ জন, আইসিটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ২৩ হাজার ৩৫০ জন, পাঠ্যক্রমসংক্রান্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৪১ হাজার ৪৭৬ জন এবং সৃজনশীলসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ৪৭ হাজার ৬০৩ জন। এর মধ্যে মাত্র ৯ হাজার ৮১০ জন শিক্ষক নিজেরাই ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি করে ক্লাস নিতে পারেন। শিক্ষক বাতায়ন ব্যবহার করেন ৯ হাজার ৬৩৬ জন শিক্ষক। আর দুর্বল শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ৫০.৯৪ শতাংশ বিদ্যালয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তারা বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে যেসব নির্দেশনা দিয়েছেন সেগুলো মাত্র ২৯.৮১ শতাংশ বিদ্যালয় পূর্ণাঙ্গ এবং ৪৭.০৬ শতাংশ বিদ্যালয় আংশিক বাস্তবায়ন করেছে।

এ বিষয়ে মাউশি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, 'একাডেমিক সুপারভিশন প্রতিবেদন করা হয় মূলত মাঠপর্যায়ের চিত্র বোঝার জন্য। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আগের চেয়ে অনেক বাড়ানো হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য যেসব বিষয়ে আমাদের ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তা অবশ্যই নেওয়া হবে।'